দৈনিক

এসএসসি॥ এবার সেরা ফল

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল অনেক দিক থেকেই গত ৮ বছরের তুলনায় হচ্ছে সেরা ফল। দেশের সর্ববৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষা, এসএসসি ও সমমানের (দাখিল ও ভোকেশনাল) পরীক্ষায় এবার পাসের হার শতকরা ৭২ দশমিক ১৮ ভাগ। ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সালের ফলের মধ্যে ২০০৩ ছাড়া প্রতিবছরই পাসের হার ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। পাসের হার বৃদ্ধির পাশাপাশি এবার এসএসসি পরীক্ষার ও তার ফলের অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : ১. জিপিএ-৫ পাওয়ার নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে; ২. শূন্যপাস-করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে; ৩. নকলের অভিযোগে বহিষ্কৃত হওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে; ৪. ইংরেজী ও গণিতে পাসের হার বেড়েছে; ৫. ২২৭২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবাই পাস করেছে, শতকরা পাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার সবচেয়ে বেশি; ৬. মাত্র ৯১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেছেন, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি, সেগুলোর সরকারী অনুদানের অর্থ বা এমপিও এবং স্বীকৃতি স্থগিত রাখা হবে। তবে অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারলে তাদের আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে। বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থীও পাস না-করার দুঃখজনক সমাজ-বাস্তবতা অপরিবর্তিতই থেকে যাচ্ছে। আবার, এসএসসির ফলে অন্যকিছু ইতিবাচক বাস্তবতাও অপরিবর্তিত রয়েছে। যেমন, বরাবরের মতো ক্যাডেট কলেজগুলো এবারও অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এবারও ছেলেরা পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে আছে। ভাল কলেজগুলোয় আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় এবারও ভর্তির ক্ষেত্রে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। দেশবাসীর প্রশ্ন, কবে যে দেশে সর্ববৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা এক শ' ভাগ দাঁড়াবে এবং পর্যাপ্তসংখ্যক ভাল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হবে, যাতে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্রদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে না হয়,– অহেতুক তাদের টেনশনে ভুগতে না হয়! এদিকে পরীক্ষার পাসের হারবৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার গুণগতমান বাড়ছে কিনা, এ-প্রশ্নটা এবার সর্বমহলেই বেশ আলোচিত হচ্ছে। অনেক অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদেরই অভিমত হচ্ছে, না, তা বাড়ছে না। প্রকৃতপক্ষে সেটাইতো বাড়ানো দরকার। শুধু পরীক্ষাপাস দিয়ে জাতি উন্নত হবেনা, –শিক্ষা উপদেষ্টা বলেছেন, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে সবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অন্য আরেকটি অপরিবর্তিত বাস্তবতা হচ্ছে, গ্রামঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা এবারও খুব ভাল ফল করতে পারেনি। মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে আদৌ ভাল ফল করতে পারছেনা। কর্মমুখী শিক্ষারও প্রসার ঘটছে না। এসব দিকের পরিবর্তনের গতিমুখ ঘুরিয়ে দিতে না-পারলে পরীক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি আশা করা যাবেনা। সেইসঙ্গে এবারের ভাল ফল অর্জনের মূলে যেসব বিষয় কাজ করেছে, সেগুলোকে ধরে রাখতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এবারের টেষ্ট পরীক্ষার পরই নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, এক বিষয়ে ফেল-করা ছাত্রছাত্রীদেরও পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো যাবেনা। এর ফলে শুধু টেস্টে পাস-করা শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এতে দুর্বল শিক্ষার্থীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার সুযোগ পায়নি, ফলে পাসের হার বেড়েছে। এবার ইংরেজী এবং গণিতে ফল ভাল করার পেছনেও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই দুই বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের আগে থেকেই বিশেষ যত্ন নেয়ার কথা জানা যাচ্ছে। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেছেন, সামগ্রিকভাবে শিক্ষার পরিবেশ ভাল হয়েছে। শিক্ষকরা প্রশিক্ষিত হয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী জ্ঞান বেড়ে অভিভাবকরা আগের চেয়ে বেশি সচেতন হয়েছেন, এর সমন্বিত রূপের কারণে ভাল হয়েছে।

আমরা আশা করব, পরীক্ষার ফল উত্তরোত্তর ভাল হওয়ার সঙ্গে দেশের শিক্ষার্থীদের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দায়দায়িত্ব বৃদ্ধির দিকটির প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা যাতে ভাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পা সমাজ ও রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করতে হবে। আর, শিক্ষার্থীদের শুধু বোর্ডের পরী নয়, জীবনের পরীক্ষাতেও ভাল ফল করা, পরিবার, দেশ ও জাতির মুখোজ্জ্বল প্রস্তুতি অব্যাহত রাখতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের প্রাণঢালা অভি অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের প্রতিও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আগামীতে যাতে তারা কৃ হয় সে-ব্যাপারে আন্তরিক ও সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদ আহ্বান জানাই। মনে রাখা দরকার, পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্য হওয়া পরীক্ষার আগে তাদের ঝরে-যাওয়া, এ-দু'টিই বস্তুত জাতিরই ব্যর্থতা। সে-ব্য কারণ বের করে অতিসত্বর তা ঘুচাতেই হবে। শিক্ষা ও পরীক্ষার ফলের গ্রাম-শহরের মধ্যকার বৈষম্য, ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে তারতম্য দ্রুত আগামীতে শিক্ষাগতযোগ্যতা অর্জনের এই স্বীকৃত প্রথম ও ন্যূনতম ধাপ নিরঙ্কুশ ও প্রশ্নাতীত সাফল্যই আমাদের লক্ষ্য ও কাম্য হওয়া উচিত।